যুগান্তর

21 MAR 2008

যুগান্তর

মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়

শিক্ষার মানে এখনও শ্রেষ্ঠদের কাতারে মতিঝিল কেন্দ্রীয় সরকারি উচ্চ বালক ও বালিকা বিদ্যালয়

ইউসুফ আলী

ঢাকার স্কুল ১৫

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সমসাময়িক ও আধুনিক মনমানসিকতাসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ শিক্ষকদের মেধার সর্বোচ্চ প্রয়োগে শিক্ষার্থীদের মেধা ও মননের বিকাশ হয়েছে যে প্রতিষ্ঠানটিতে সেটির নাম হচ্ছে 'মতিঝিল কেন্দ্রীয় সরকারি বালক ও বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়'।

১৯৫৭ সালে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে ঢাকায় একমাত্র সরকারি মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল প্রতিষ্ঠানটি। ঐতিহ্যবাহী এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি গৌরবময় ঐতিহ্য লালন করছে আজও। স্বমহিমায় উজ্জ্বল স্কুলটি তুমুল প্রতিযোগিতার মধ্যেও সাফল্যের সঙ্গে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। প্রতি বছরই ঈর্ষণীয় ফলাফল বয়ে আনছে স্কুলের শিক্ষার্থীরা। তৎকালীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ঢাকায় কর্মরত কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সন্তানদের লেখাপড়ার সুবিধার্থে এটি প্রতিষ্ঠিত

বিদ্যালয় : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৩

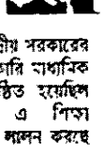

● রোববার : উদয়ন উচ্চ বিদ্যালয়

বিদ্যালয় : মতিঝিল

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

হয়েছিল। আধুনিক নকশায় নতুন ভবন, বিশাল খেলার মাঠ, রাজধানীর প্রাণকেন্দ্রে অনেক খোলামেলা জায়গা, বড় মিলনায়তন, সুশোভিত সুন্দর বাগান আর চমৎকার পরিবেশের সঙ্গে সেরা শিক্ষকদের নিয়ে এ বিদ্যাপীঠ দুটি ঢাকার অন্যতম সেরা স্কুল হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। অসাধারণ কিছু ব্যতিক্রমী দিকও রয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দুটির। বালক ও বালিকা শাখার জন্য রয়েছে পৃথক ভবন, পৃথক খেলা আর এসেম্বলির মাঠ, দুই স্কুলে দুইজন প্রধান শিক্ষক পরিচালনা করছেন শিক্ষা কার্যক্রম। পাকিস্তান আমলে আলাদা উর্দু শাখাও চালু ছিল। প্রথম দিকে একটি হিসেবে পরিচিত হয়ে এলেও পরে দুটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্কুলটি পরিচালিত হচ্ছে। একটি বালক ও অন্যটি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়।

স্কুল দুটির সাবেক ছাত্রছাত্রীরা দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পেশায় সাফল্যের স্বাক্ষর রেখে আসছেন। এ স্কুলের গর্বিত ছাত্রদের মধ্যে সাবেক মন্ত্রী ও সচিব, সরকারের উচ্চপদস্থ বেসামরিক ও সামরিক কর্মকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সাংবাদিক, রাজনীতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, সৎ ও সফল শিল্পোদ্যোক্তা, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, আইনজীবী, বিজ্ঞানীও রয়েছেন। ১৯৫৯ সালে এ স্কুল থেকে প্রথম ব্যাচ ম্যাট্রিক (এসএসসি) পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এ ব্যাচে ১০-১২ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেয়। দ্বিতীয় ব্যাচ ছিল ১৯৬০ সালে। এ ব্যাচের দু'জন ছাত্র সাবেক বিচারপতি নবিবুল ইসলাম ভূঁইয়া এবং সাবেক সচিব আতাহারুল ইসলাম। ১৯৬১ ব্যাচের মধ্যে প্রকৌশলী শেখ মইনউদ্দিন আহমেদ এবং মোস্তাফিজুর রহমান সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে চাকরি পেয়ে এখন অবসরে আছেন। ১৯৬২ সালের পরীক্ষায় আসাদুল হক খান তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। পরে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও সরকারের মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপ-উপাচার্য অধ্যাপক আফম ইউসুফ হায়দার এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১৯৬৪ সালের ব্যাচের ছাত্র। যুগান্তর প্রকাশক ও বিশিষ্ট আইনজীবী সালমা ইসলাম, বিশিষ্ট সাংবাদিক ও টিভি ব্যক্তিত্ব যুগান্তরের উপ-সম্পাদক সাইফুল আলম, ঢাকা মেডিকেলের সাবেক অধ্যাপক ডা. আনোয়ারা বেগম, রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া, শিল্পী শাকিলা জাফর, শিমুল বিল্লাহ, জনপ্রিয় মডেল রওশন আকতার ছবি, কামরুন্নাহার লিপি, কোয়েল ঐতিহ্যবাহী এই বিদ্যাপীঠের সাবেক শিক্ষার্থী।

গত ১১ ও ১২ জানুয়ারি স্কুলের সাবেক ছাত্রছাত্রীদের এক মিলনমেলার আয়োজন করা হয়। সেটা শুধু মিলনমেলা নয়; যেন বাংলাদেশের ইতিহাসের মহামিলন ছিল। সাবেকদের ওই মিলনমেলায় পুরনো বন্ধু, সহপাঠী ও সিনিয়রদের সঙ্গে ফেলে আসা নানারঙের দিনগুলোর স্মৃতিচারণ আর আড্ডায় মেতে ওঠেন তারা। ১৯৭২ ব্যাচের ছাত্র সাংবাদিক সাইফুল আলম বলেন, মতিঝিল কেন্দ্রীয় বালক বিদ্যালয়ের ছয় বছর তার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর, আকর্ষণীয় এবং মুক্ত হয়ে থাকার সময় ছিল। প্রিয় স্কুলের হাজারও স্মৃতির মাঝে এখনও হারিয়ে যেতে চায় মন। জীবনের কোলাহল, শত ব্যস্ততা, আনন্দ-বেদনায় এখনও শৈশব ও স্কুলের বর্ণালী দিন তাকে আবেগমথিত করে।

স্কুলের বালক শাখায় বর্তমানে ছাত্রসংখ্যা ৩ হাজার এবং ছাত্রী শাখায় প্রায় ২ হাজার ছাত্রী রয়েছে। উভয় শাখায় শিক্ষক-শিক্ষিকা যথাক্রমে ৫৪ ও ৫৩ জন। ছাত্রছাত্রীদের আদর্শ ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। ডিবেটিং ক্লাব, কম্পিউটার ক্লাব, রোভার স্কাউটের কার্যক্রমও রয়েছে।

বালক শাখার প্রধান শিক্ষক সৈয়দ হাফিজুল ইসলাম বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির ঐতিহ্য ধরে রাখার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা রয়েছে। নানামুখী পদক্ষেপও নেয়া হয়েছে। আগের তুলনায় প্রতিযোগিতা অনেক বেড়েছে। তারপরও স্কুলের পাঠদান প্রক্রিয়া সন্তোষজনক পর্যায়ে রাখার চেষ্টা করছি। পড়াশোনার পদ্ধতির পরিবর্তন, নিয়মিত ক্লাস নেয়া, সিলেবাস নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করা, শিক্ষার্থীদের স্কুলমুখী করা, শিক্ষকদের মনিটরিং জোরদার, ক্লাস টেস্ট গ্রহণসহ শিক্ষানুখী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠানের ফলাফল এখনও সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে। পড়াশোনায় অপেক্ষাকৃত দুর্বল শিক্ষার্থীদের বিশেষভাবে পাঠদান করে ভালো ফলাফলের উপযোগী করে তোলা হয়।

বালিকা শাখার প্রধান শিক্ষিকা পারভীন ফজিলা বলেন, স্কুলের অতীত সাফল্যের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে সর্বাত্মক চেষ্টা করা হচ্ছে। এখনও স্কুলের ফলাফল, সাংস্কৃতিক অঙ্গন অত্যন্ত কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে আসছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত [illegible]।